

১৬তম তারাবীহ

১৬তম তারাবীহর পাঠিতব্য অংশ হলো কুরআনের ১৯ নম্বর পারা। এতে আছে সূরা ফুরকানের অবশিষ্টাংশ, সূরা শূআরা ও সূরা নামলের প্রথমার্ধ।

খটনাবলি

জিহ্বায় জড়তা থাকার কারণে মুসা (আ.)-এর সজ্জা বানিয়ে হারুন (আ.)-কেও দাওয়াতের মিশনে ফিরাউনের কাছে পাঠানো হয়। এ সময়ই হারুন (আ.) নবুওয়াত লাভ করেন। ফিরাউন মুসা (আ.)-এর মুজিবাকে জাদু বলে উর্ডিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যে ফিরাউন মুসার আগমন ঠেকানোর জন্য বহু শিশু হত্যা করে, মহান আল্লাহ তারই গৃহে মুসা (আ.)-কে বড় করে তার কাছেই দাওয়াতি মিশনে প্রেরণ করেন এবং এই মুসার মাধ্যমেই ফিরাউনের পতন ঘটান। ২৬/১০-৬৮

ইবরাহীম (আ.) শিরকের বিন্যাসে দাওয়াত দিতে গিয়ে মহান প্রতিপালকের পরিচয় তুলে ধরে বলেন, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন, তিনি আমাকে খাদ্য ও পানীয় দেন, আমি অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি কিয়ামতের দিন আমার ভুলত্রুটি মাফ করবেন বলে তার প্রতি আশায় বুক বাঁদি। ২৬/৬৯-৮৯

নূহ (আ.)-এর জাতি তাদের নবীর দাওয়াত অগ্রাহ্য করে। সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষ নূহের অনুসারী—তারা এই অজুহাত তুললে নূহ (আ.) বলেন, তাদের হিসাব আল্লাহ নেবেন। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে তিনি মুমিন অনুসারীদেরকে ত্যাগ করতে পারেন না। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে নবীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার হুমকি দেয়। পরিণামে মহাপ্লাবনের আঘাত তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে। ২৬/১০৫-১২২

শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ আদ ও ছামুদ জাতির কাছে হুদ ও সালেহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন মহান আল্লাহ। আল্লাহর বহু অনুগ্রহ ও নিয়ামত পেয়ে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে অহংকারী হয়ে যায় তারা। তাদের অবাধ্যতার ইতিহাস এবং পরিণামও আলোচিত হয়েছে সূরা শূআরার ভেতর। লুত (আ.) অভিশপ্ত সমকামী জাতিকে ঈমান ও পবিত্রতার পথে আহ্বান করেন। ব্যবসায় অসততা অবলম্বনকারী আইকাবাসীর প্রতি প্রেরিত হন শূআইব (আ.)। উভয় জাতিই তাদের অবাধ্যতা ও ঔষ্মতের পরিণাম ভোগ করেছে। উল্লিখিত

নবীগণ সু সু জাতিকে পরিস্কারভাবে বলেছেন, আল্লাহর পথে আহ্বানের কোনে পথে তোমাদের কাছে চাই না, আমাদের বিনিময় আল্লাহই দেবেন। তবু সন্মানে যোগ দেন। মানুষ ঈমান আনেনি। ২৬/১২৩-১৯১ ; ২৭/৪৫-৫৯

নামল অর্থ পিপিলিকা। এক সফরে সুলাইমান (আ.) পিপিলিকাদের স্বার্থে মুচকি হেসে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করেছিলেন। সেই ঘটনা সূরা নামলে আরোপ হয়েছে। এ কারণে এই সূরাকে নামল নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সুলাইমান (আ.) শুধু যে পিপিলিকার ভাবা বুঝতেন এমন নয়। তিনি সকল প্রাণীর ভাব বুঝতেন। জিন, মানুষ ও পাখির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল তার বিশাল বাহিনী। পাখি একবার তাকে বিলকিস নারীর রাজত্বের সন্ধান দেয়। সেখানকার অধিবাসীরা সূর্যপূজারী। সুলাইমান (আ.) পত্র মারফত বিলকিসকে দীনের দাওয়াত দেন। বিলকিস দাওয়াত কবুল করেন। ২৭/১৫-৪৪

রাসূলগণ কেন আমাদের মতোই মানুষ, কেন ফেরেশতা এনে অলৌকিকত্ব দেখে না—এমন অভিযোগ ছিল সব যুগের অবিশ্বাসীদের। আজকের পারার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ জানিয়েছেন, কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ পেয়ে তারা আনন্দিত হবে না, বরং অলঙ্কারের অন্তরায় চাইবে। ২৫/২১-২৩

আদেশ

- কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। ২৫/৫২
- চিরজীব আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ২৫/৫৮
- আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা। ২৫/৫৮
- রহমানকে (আল্লাহ) সিজদা করা। ২৫/৬০
- আল্লাহকে ভয় করা। ২৬/১০৮
- রাসূলের আনুগত্য করা। ২৬/১০৮
- সঠিকভাবে পরিমাপ করা। ২৬/১৮১
- সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা। ২৬/১৮২
- নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করা। ২৬/২১৪
- পরাক্রমশালী দরালু আল্লাহর ওপর ভরসা করা। ২৬/২১৭

নিষেধ

- কাফিরদের আনুগত্য না করা। ২৫/৫২
- যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। ২৬/১৮১
- প্রাপ্য জিনিস কম না দেওয়া। ২৬/১৮৩
- পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি না করা। ২৬/১৮৩
- আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান না করা। ২৬/২১৩

উম্মাহর কল্যাণে রাসূলের ব্যাকুলতা

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাহর কল্যাণ কামনায় কতটা ব্যাকুল ও অস্থির থাকতেন, সূরা ত্বহার শুরুতে যেমন ফুটে উঠেছে, সূরা শূআরার শুরুতেও বলা হয়েছে— ‘(হে রাসূল) তারা ঈমান আনছে না, এই দুঃখে আপনি হয়তো নিজেকে শেষ করে দেবেন’। ২৬/৩

রহমানের বান্দাদের গুণাবলি

কষ্ট স্বীকার করে যারা নিম্নোক্ত গুণাবলি অর্জন করবে, তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

১. পৃথিবীতে বিনশ্রভাবে চলাফেরা করে।
২. মূর্থদের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলে।
৩. রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করে।
৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করে।
৫. ব্যয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে।
৬. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না।
৭. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না।
৮. যিনা-ব্যভিচার করে না।
৯. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।
১০. অনর্থক কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে।
১১. আল্লাহর কিতাব দ্বারা উপদেশ দান করা হলে তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে।

১২. চক্ষু শীতলকারী উত্তম স্ত্রী ও সন্তানের জন্য দোয়া করে। ২৫/৩৩-৩৪

কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠদের অনুতাপ

মন্দ সজ্জা ও খারাপ পরিবেশ মানুষকে মন্দের দিকে ধাবিত করে। কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ লোকেরা মন্দ সজ্জা অবলম্বনের পরিণতি দেখে আফসোস করে বলে, আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আহ আমি যদি কষ্টসাথে পথ ধরতাম! কিন্তু তখন আফসোস করে কোনো লাভ হবে না। ২৫/২৭-২৮

আজকের শিক্ষা

কুরআনের প্রতি অবিশ্বাস, বিশুদ্ধ তিলাওয়াত না করা, কুরআন অনুধাবন এক চরম পরিহার করাকে কুরআন পরিত্যাগ বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ সতর্ক করে বলে, কুরআন পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন সূর্য্য রাসূল (সা.) আল্লাহর শাস্তি অভিযোগ দায়ের করবেন। ২৫/৩০

কুরআনে এমন এক পিপিলিকার আলোচনা স্থান পেয়েছে, যে কিনা অন্য পিপিলিকার ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। মানবজাতির পারস্পরিক কল্যাণকামি ভালো কাজের আহ্বান এবং মন্দ কাজ বন্ধে উদ্যোগী হওয়ার গুরুত্ব এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। ২৭/১৮

আজকের দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন। ২৫/৭৪

সুলাইমান (আ.)-এর দোয়া :

يَا أَوْعِظْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তাওফীক দিন, যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি সেই সকল নিয়ামতের, যা আপনি দান করেছেন আমাকে ও আমার পিতা-মাতার এবং করতে পারি এমন সংকাজ, যা আপনি পছন্দ করেন। আর নিজ রহমতে আমাকে

আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ২৭/১৯

ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া :

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ اَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدِّقٍ فِي الْاٰخِرِينَ ۝
وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ التَّعْوِيمِ ۝ وَ اَغْفِرْ لِاٰبِيَ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الصَّٰلِحِيْنَ ۝ وَ لَا
تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۝

অর্থ: হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন। আর আপনি আমাকে সুখময় জান্নাতের ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না'। ২৬/৮৩-৮৭

উল্লেখ্য, এখানে মুশরিক পিতার জন্য ইবরাহীম (আ.) ক্ষমা চেয়ে দোয়া করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হলে তিনি আর সেটা করেননি।